Class - VI Bengali (Lit) Date - 04/05/20

আজকের পাঠ - চাতুরির প্রতিফল

লেখক - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক পরিচিতি ⇒ (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি দেওয়া হল) অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য লেখক 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হন। এদেশে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হওয়ার পিছনে বিদ্যাসাগরের দান অনস্বীকার্য। তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত। ছোটদের জন্য তিনি রচনা করেন 'বর্ণপরিচয়', 'উপক্রমণিকা' প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক। অন্যদিকে সংস্কৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য ভাষার অবলম্বনে অনেকগুলি অনুবাদমূলক গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলি হল 'বেতাল - পঞ্চবিংশতি', 'কথামালা', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি।

পাঠের উৎস ⇒ তোমাদের পাঠ্য গল্পটি লেখকের 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

গল্পের মূলভাব ⇒ আমরা জানি চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। এর পরিণাম কখনই ভালো হয় না। কোনো মানুষকে বারবার ঠকালে তার প্রতিফল বা উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়। গল্পে আমরা দেখি ফরাসী বণিকটি নিজের বানিজ্যে লাভবান হওয়ার জন্য সরল আদিম অধিবাসীদের প্রচুর বারুদ বিক্রি করেছিল এই বলে যে - বারুদ মাটিতে পুঁতলে ফসল হয়। এ থেকে প্রচুর লাভ হওয়ায় সে আবার তার প্রতিনিধিকে অনেক জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আদিম অধিবাসীরা আর ঠকতে রাজি হয় নি, তারা সেই প্রতিনিধির প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারে এবং সব কেড়ে নেয়। এইভাবে কোম্পানি সেই প্রতিনিধি নিঃস্ব হয়ে ফিরতে বাধ্য হয়।

শব্দার্থ ⇒ (অতিরিক্ত) কিয়ৎ - কিছু, তথায় - সেখানে, তত্রত্য - সেই - স্থানের, ব্যগ্র - ব্যাকুল, অনুদয় - সব, অনুমত - রাজি, প্রবৃত্তি - ইচ্ছা, বপন - বীজরোপন, অনতিব্যাহারে - সঙ্গে, কতিপয় - কিছু সংখ্যক, নিরূপিত - স্থির করা, অনুচিত - উপযুক্ত, তাদৃশ - সেইরূপ, বিনিময় লব্ধ - লেনদেনের মাধ্যমে লাভ করা।

Scanned with CamScanner

প্রশ্নাবলী

পদ পরিবর্তন ⇒ বপন - উপ্ত, আধিকার - অধিকৃত, রুদ্ধ - রোধ, প্রেরণ - প্রেরিত, অবতীর্ণ - অবতরণ, উপস্থিত - উপস্থাপিত, চমৎকার - চমৎকৃত, নিঃশোষিত - নিঃশেষ।

বিপরীত শব্দ ⇒ উপস্থিত - অনুপস্থিত, আবশ্যক - অনাবশ্যক, নিঃশোষিত - অফুরন্ত, প্রস্থান - প্রবেশ, ন্যায্য - অন্যায্য, গোপন - ব্যক্ত।

• 'আপনি তাহাদের সন্তুষ্টি শাসন করুন এবং আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়াইয়া দেন।'

— কে কাকে কখন একথা বললেন? কাদের শাসন করার কথা এখানে বলা হয়েছে? তারা কি করেছিল? বক্তা কিভাবে তার ন্যায্য প্রাপ্য চেয়েছিলেন? পরিণামে তিনি কি পেলেন?

উঃ) উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা - 'চাতুরির প্রতিফল' নামক গল্প থেকে গৃহীত। এই উক্তিটি সেই কপট ফরাসী বণিকের প্রতিনিধি আদিম অধিবাসীদের নেতাকে বলেছিলেন। প্রথমবার ফরাসী বণিকের কাছে ঠকে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার তার পাঠানো প্রতিনিধির প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তার সমস্ত জিনিস আদিম অধিবাসীরা জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। তখন নিজের অসহায়তার কথা সে অধিপতিকে জানিয়েছিল।

এখানে আদিম অধিবাসীদের শাসন করার কথা বলা হয়েছে যারা সেই ফরাসী বণিকের জিনিস লুণ্ঠন করেছিল।

আদিম অধিবাসীরা যখন সেই ফরাসী বণিকের প্রতিনিধির আসল পরিচয় জানতে পারে তখন তারা আর ঠকতে রাজি হয় নি এবং গ্রামের মাঝে তার জন্য স্থান নির্ণয় করে দেয়। সেই বণিক যখন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে হাজির হয় তখন যে সব — অধিবাসীরা আগে প্রতারিত হয়েছিল তারা জোর করে তার সব জিনিস কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

বক্তা খুবই হতবুদ্ধি হয়ে অধিবাসীদের অধিপতির কাছে - অভিযোগ জানাতে যায়। অধিপতির অভিপ্রায় জানতে পেরে চালাকি

Scanned with CamScanner

করে বলে যে তাদের দেশের মাটি বারুদ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত নয় তাই যেন তাকে আর জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হয় ।

বেশি লাভ করতে এসে পরিণামে সেই ফরাসী বণিক নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয় ।

~ বাড়ির কাজ ~

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (১ থেকে ৮)

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী (১, ৩, ৪, ৫, ৬)

৩। শূন্যস্থানপূরণ (ক - ঘ)

—০—

Scanned with CamScanner

Class - VI

Bengali (Lit)

আজকের পাঠ - প্রার্থনাতীত দান

কবি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি ⇒ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কম-বেশি তোমরা সকলেই জানো। সাহিত্যে তাঁর অবদান বলে শেষ করা যাবে না। সাহায্যের জন্য তোমরা বই-এর (২৫-২৬) পাতাতে কবির বিশিষ্ট রচনাগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি দেখে নেবে।

পাঠের উৎস ⇒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের 'কথা' অংশ থেকে তোমাদের পাঠ্য কবিতাটি গৃহীত।

কবিতার মূলভাব ⇒ এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি শিখ জাতির বীরত্ব এবং ধর্মভীরুতার এক অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি তাদের অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে। এর জন্য তারা নিজেদের প্রাণ দিতেও পিছুপা হন না। বীর, সাহসী শিখ সেনাপতি তরু সিংকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কবি ১৮৯৯ সালে এই কবিতাটি লেখেন। মুহিদ্‌গঞ্জের যুদ্ধে পরাজিত শিখ সেনাপতি তরু সিংকে পাঠানেরা নবাবের কাছে নিয়ে আসে। শিখ জাতির ধর্মপ্রাণতার কথা জেনেও নবাব তরু সিংকে ক্ষমা করার কথা বলেন এবং বিনিময়ে তিনি শর্ত রাখেন যদি তরু সিং তাঁর মাথার বেণীটি কেটে দেন তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। যে কোনো শিখের পক্ষে 'বেণী' হল ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রতীক। চুল না কেটে তাঁরা ঈশ্বরের উপহারকে সম্মান করেন। তাই তরু সিং নবাবকে জবাব দেন যে নবাবের অপার করুণার কথা স্মরণ করেই তিনি যা চেয়েছেন তার থেকে বেশি কিছু দিতে চান — বেণীর সঙ্গে নিজের মাথাটিও তিনি দিতে ইচ্ছুক। তরু সিং ধর্মত্যাগের থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছিলেন।

: প্রশ্নাবলী :

শব্দার্থ :- মোর - আমার, বেণী - বিনুনি, কেশবিন্যাসবিশেষ, মহাবীর - অতি বীর্যবান

পদ পরিবর্তন :- হৃদয় - হার্দিক, ক্রোধ - ক্রুদ্ধ, অবহেলা - অবহেলিত, রক্ত - রক্তিম, করুণা - কারুণ্য।

Scanned with CamScanner

• 'বেনীটি কাটিয়া দিয়া যাও মোরে'—

কে কখন কাকে এ কথা বলেন? বেণী কি? কারা বেণী রাখেন? তাঁদের কাছে বেণীর গুরুত্ব কি? বক্তা উদ্ধিষ্টকে এরকম অনুরোধ করেছিলেন কেন?

উঃ) উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'প্রার্থনাতীত দান' নামক কবিতা থেকে গৃহীত। মুহিদ্‌পঞ্জে যুদ্ধে পরাজিত শিখ সেনাপতি তরু সিংকে যখন বন্দী করে নবাবের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন নবাব তরু সিং-এর প্রতি এই উক্তিটি করেন।

'বেণী' শব্দের অর্থ বিনুনি বা কেশবিন্যাস বিশেষ।

শিখ ধর্মাবলম্বীরা বেণী রাখেন।

শিখদের কাছে বেণী হল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা আপনের প্রতীক। চুল না কেটে শিখরা ঈশ্বরের উপহারকে সম্মান করেন। বেণী কেটে দেওয়া শিখদের কাছে ধর্মত্যাগের সমান।

বন্দী তরু সিংকে যখন নবাবের কাছে আনা হয় তখন নবাব তাঁকে 'মহাবীর' সম্বোধন করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে তার বেণীটুকু কেটে দিতে বলেন। নবাব ভালো ভাবেই জানতেন ধর্ম-ত্যাগ করে নিজের জীবন রাখতে কোনো শিখই রাজি হবেন না। কারণ শিখের কাছে তার ধর্ম জীবনের থেকেও মূল্যবান। বেণী কেটে দেওয়ার অর্থ ঈশ্বরকে অসম্মান করা। তাই নবাব শিখদের এই ধর্ম-প্রাণতা, বীরত্বের দর্প ও সম্মানকে চূর্ণ করার জন্য এইরূপ অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তরু সিং কখনই নিজের মাথা হেঁট করেন নি।

~ বাড়ির কাজ ~

১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী (১ থেকে ৬)
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধর্মী প্রশ্নাবলী (৩)
৩। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণ-ধর্মী (১, ২, ৪, ৫)
৪। কবির নামসহ কবিতাটি মুখস্থ করবে।

—০—

Scanned with CamScanner

ভাষা ও ব্যাকরণ (উপক্রমণিকা)

ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা তোমরা পঞ্চম শ্রেণিতে পেয়েছ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই ষষ্ঠ শ্রেণির সূচনাতে অন্যান্য অধ্যায়ে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবার দেখে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

১। কীভাবে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ?

উঃ) আদিম মানুষ জঙ্গলে বাস করত। তারা আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব-প্রকাশ করত। অনেক সময় বিশেষ এক ধরণের শব্দ করে মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত। মানুষ যখন সভ্য হল তখন সমাজ তৈরী হল, তখন প্রয়োজনে হল ভাষার। নিজের মনের কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে ভাষা একান্ত-অপরিহার্য। এইভাবেই ভাষার উৎপত্তি হল।

২। মাতৃভাষায় ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন কী ?

উঃ) ব্যাকরণ না শিখলেও মাতৃভাষা বলা যায়, বোঝা যায়। অনেক-নিরক্ষর মানুষ তাদের মাতৃভাষা সহজেই বলতে ও বুঝতে পারে। তার জন্য তাদের ব্যাকরণ পড়তে হয় না। কিন্তু ভাষাকে শুদ্ধভাবে বা নির্ভুলভাবে লিখতে পেলে মাতৃভাষায় ব্যাকরণ পড়তেই হবে, না হলে ভাষার উৎকর্ষ নষ্ট হবে। তাই মাতৃভাষায় ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন আছে।

৩। লিপি ও বর্ণের পার্থক্য কী ?

উঃ) লিপি হল ছবি। প্রাচীনকালে নানা ছবি এঁকে তা দিয়ে নানা জিনিস বোঝানো হত। এইভাবেই আদিম যুগে মানুষেরা নানা ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত।

লিপির ছবিকে অর্থবহ ধ্বনিযুক্ত করে তোলার জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন তৈরী হল, তাকেই বর্ণ বলে।

বাড়ির কাজ

-: অনুশীলনী :- (০৯ পাতা)

১। ক, গ, ঘ, ঙ, ছ

২। সঠিক উত্তরের ঘরে (✓) চিহ্ন দাও :- (ক - ঙ)

৩। সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও :- (ক - ঙ)

Scanned with CamScanner

Class - VI

ধ্বনি ও বর্ণ

মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ স্বর বা আওয়াজকে ধ্বনি বলে। যেমন – অ, আ, ক, খ।

ধ্বনি দুই প্রকার — i) স্বরধ্বনি ii) ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরধ্বনি [তোমাদের সুবিধার জন্য হক করে বোঝানো হল।]

উচ্চারণের সময় ভেদে
- হ্রস্বস্বর (অ, ই, উ, ঋ)
- দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ)

এছাড়া রয়েছে প্লুতস্বর (জয় হে – এ-এ-এ)

প্রকৃতি/গঠন অনুসারে
- মৌলিক স্বরধ্বনি (অ, আ, ই, উ, এ, ও অ্যা)
- যৌগিক স্বরধ্বনি (ঐ, ঔ)

ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় মোট ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনবর্ণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ব্যঞ্জনবর্ণ
- স্পর্শবর্ণ (ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ)
- উষ্মবর্ণ (শ্, ষ্, স্, হ্)
- অন্তঃস্থবর্ণ (য্, র্, ল্, ব্)
- অযোগবাহ বর্ণ (ং, ঃ)
- আগন্তুকস্থানত্যাগী বর্ণ (ঁ)
- নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ (ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্)

এছাড়া
- পার্শ্বিক ধ্বনি (ল্)
- কম্পনজাত ধ্বনি (র্)
- তাড়নজাত ধ্বনি (ড়্, ঢ়্)

বাড়ির কাজ (অনুশীলনী)

১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ (১৬, ১৭, ১৮ পাতা)

* সংজ্ঞা ও উদাহরণগুলো খাতায় লিখে লিখে বুঝে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে।

Scanned with CamScanner